বণিক বার্তা
রোববার,ফেব্রুয়ারি ২২, ফাল্গুন ১০, ১৪২১

এক-তৃতীয়াংশ পোশাক কারখানা 'সি' গ্রেডের

বদরুল আলম ■

দেশের তৈরি পোশাক কারখানার এক-তৃতীয়াংশ 'সি' গ্রেডের। ২০১৪ সালে শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ তথ্য। গত বছর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পোশাক শিল্পের ২ হাজার ২৬৭টি কারখানা পরিদর্শন করে কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতর। কর্মচারীদের নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান, মজুরি কাঠামো অনুসরণ করা হয় কিনা, পরিশোধ পরিস্থিতি কেমন, কমপ্লায়েন্স-সংক্রান্ত এমন ২৬টি বিষয়ের সমন্বিত প্রকরণ বা ফরম্যাট বিবেচনায় কারখানাগুলোকে নম্বর দেয়া হয়েছে। প্রাপ্ত নম্বরের ফলাফলের ভিত্তিতে কারখানাগুলোকে এ, বি, সি— এই তিন গ্রেডভুক্ত করেছে সংস্থাটি। ৮৫ থেকে ১০০ নম্বর পাওয়া কারখানাকে 'এ', ৭০ থেকে ৮৪ নম্বর পাওয়া কারখানাগুলোকে 'বি' এবং ৭০-এর নিচে নম্বর পাওয়া কারখানাগুলোকে 'সি' গ্রেডভুক্ত করেছে অধিদফতর।

২ হাজার ২৬৭টি কারখানার মধ্যে 'এ' গ্রেডের রয়েছে ৮৪২টি, 'বি' গ্রেড ৬৩৫টি এবং 'সি' গ্রেড অর্থাৎ ৭০-এর কম নম্বর পেয়েছে ৭৯০টি কারখানা

পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী, মোট ২ হাজার ২৬৭টি কারখানার মধ্যে 'এ' গ্রেডের কারখানা ৮৪২টি, 'বি' গ্রেডের ৬৩৫টি এবং 'সি' গ্রেড অর্থাৎ ৭০-এর কম নম্বর পেয়েছে এমন কারখানার সংখ্যা ৭৯০। সে হিসাবে দেশের এক-তৃতীয়াংশ পোশাক কারখানাই 'সি' গ্রেডের। এর মধ্যে তৈরি পোশাক খাতের সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর কারখানা যেমন আছে, তেমনি দুই সংগঠনের সদস্য নয়, এমন কারখানাও রয়েছে।

জানা যায়, ২০১৪ সালে বিজিএমইএর সদস্য কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে মোট ১ হাজার ৩৮৭টি। এর মধ্যে 'এ' গ্রেডের কারখানা ৬১১টি এবং 'বি' গ্রেডের ৮৮২টি। এছাড়া ৩৩৪টি বা ২৪ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ কারখানা 'সি' গ্রেডের।

গত বছর বিকেএমইএর সদস্যভুক্ত মোট ৩০০টি কারখানা পরিদর্শন করেছে অধিদফতর; যার মধ্যে ১২৪টি 'এ' ও ৮৮টি কারখানা 'বি' গ্রেডের। বাকি ৮৮টি বা ২৯ দশমিক ৩৩ শতাংশ কারখানা 'সি' গ্রেডের।

বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সদস্য নয়, এমন ৫৮০টি কারখানা পরিদর্শন করেছে অধিদফতর। এর মধ্যে 'এ' গ্রেডের কারখানা ১০৭টি এবং 'বি' গ্রেডের ১০৫টি। বাকি ৩৬৮টি বা ৬৩ দশমিক ৪৪ শতাংশ কারখানা 'সি' গ্রেডের।

এ প্রসঙ্গে কল-কারখানা ও পরিদর্শন অধিদফতরের মহাপরিদর্শক সৈয়দ আহমেদ *বণিক বার্তাকে* বলেন, পোশাক কারখানার কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন পরিস্থিতি একটি ইউনিফাইড ফরম্যাটের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করা হয়। কমপ্লায়েন্স ইস্যু বাস্তবায়নে ঘাটতি থাকলে প্রথমে সতর্কতা জারি করা হয়। এর পরও পরিস্থিতির উন্নয়ন না ঘটলে আইনি পদক্ষেপ নেয়া হয়।

তিনি আরো বলেন, 'আমাদের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, সংগঠনের সদস্য নয়, এমন কারখানাগুলোরই কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে। গ্রেড বিন্যাসে স্বাভাবিকভাবেই এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশি। এমন কারখানাগুলো সংগঠনের নিবন্ধন যেমন নেই, তেমনি অধিদফতরেরও নিবন্ধন নেই। আর কোনো পর্যবেক্ষণের আওতায় না থাকায় কারখানাগুলো কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নেও পিছিয়ে রয়েছে।'

কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সরকারি সংস্থার নিবন্ধন নেই, এমন কারখানাগুলোর মধ্যে আছে— ওমেগা ফ্যাশন লিমিটেড, ওয়ান আপ সোয়েটার লিমিটেড, এএসকে স্টাইলস, এ কে ফ্যাশন, এবি টেক্স ফ্যাশন, এঅ্যান্ডজেড ফ্যাশন লিমিটেড, এএফকে ফ্যাশনস ফ্যাব্রিকস লিমিটেড, এবিজি সোয়েটার্স লিমিটেড, এসার অ্যাপারেলস লিমিটেড, অ্যাকটিভ জিপার লিমিটেড, অ্যাডামস অ্যাপারেলস লিমিটেড, আহাদ গার্মেন্টস, আহমেদ ফ্যাশন, বিগেট নিটওয়্যার লিমিটেড, চৈতী সোয়েটার, কটন ক্লাব লিমিটেড, ডেনিম

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

এক-তৃতীয়াংশ পোশাক

১ম পৃষ্ঠার পর

নিটওয়্যার লিমিটেড, এরিক নিটওয়্যার লিমিটেড, ইশিতা ফ্যাশন লিমিটেড, ফরিদপুর নিটওয়্যার লিমিটেড, গ্লোবাল নিটওয়্যার লিমিটেড, হেভেন ফ্যাশন লিমিটেড, জেএস ফ্যাশন, লিংটেক্স স্পোর্টস ওয়্যার লিমিটেড, মানজার সোয়েটার, মালিবাগ ড্রেসেস, মিতা নিট কম্পোজিট, নিউ ড্রিম কম্পোজিট, অরবিটাল সোয়েটার লিমিটেডসহ আরো বেশকিছু কারখানা। এর মধ্যে বিজিএমইএ বা বিকেএমইএর সদস্য যেমন আছে, তেমনি সদস্য নয়, এমন কারখানাও আছে।

যোগাযোগ করা হলে এসব কারখানার মালিকরা কেউ কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তারা বলেন, কারখানার পরিস্থিতি জেনেই ক্রেতারা তাদের কারখানায় ক্রয়াদেশ দিচ্ছেন। আর ক্রেতার অভিযোগ না থাকলে কারো কোনো অভিযোগ থাকার কথা নয়। সংগঠনের সদস্যপদ নেই কেন জানতে চাইলে তারা বলেন, সংগঠনের সদস্যপদ তাদের প্রয়োজন পড়ে না। আর অধিদফতরে নিবন্ধন প্রসঙ্গে বলেন, সরকারি পরিদর্শকদের মাধ্যমে বেশির ভাগ সময়ই তাদের বিড়ম্বনার শিকার হতে হয় বলেও অভিযোগ করেন তারা।

এদিকে কমপ্লায়েন্স ইস্যুগুলোয় কম নম্বর বা 'সি' গ্রেড প্রাপ্তি প্রসঙ্গে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সদস্য কারখানাগুলোও কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। তবে সরকারি পরিদর্শনের ফলাফল যথাযথ নয় বলে দাবি করেছে বিজিএমইএ।

বিজিএমইএর সহসভাপতি শাহিদুল্লাহ আজিম বলেন, 'সংগঠনের নিয়মিত পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, 'সি' গ্রেডভুক্ত কারখানা ২০ শতাংশের বেশি নয়। আর কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন পরিস্থিতি উন্নয়নে আমরা পর্যায়ক্রমে চাপ প্রয়োগ করে থাকি। এমন বেশকিছু কারখানা আছে, যারা সংগঠনের সদস্য হলেও সরাসরি রফতানি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত নয়। এমন কারখানাগুলোরই কমপ্লায়েন্স পরিস্থিতি ভালো নয়।'

কর্মচারীদের নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, মজুরি কাঠামো অনুসরণ, পরিশোধ পরিস্থিতি ছাড়াও কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে সরকারি সমন্বিত ফরম্যাটে পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে আছে— শিশু শ্রম, ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা, শ্রমিকের ব্যক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থা, শ্রমিকের জীবন বীমা কর্মসূচি, কারখানার ভবন-সংক্রান্ত অবস্থা, অগ্নিপ্রতিরোধ ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।